জেলাঃ পিরোজপুর

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ৫১১৮/২০১১

পক্ষগণঃ
লীলাবতী বেপারী ওরফে রায়
..... বিবাদী নং ৩-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারী
-বনাম-

প্রদীপ কুমার বড়াল ওরফে নারায়ন চন্দ্র বৈরাগী গং
.....বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ
জনাব আফিফা বেগম
.....দরখাস্তকারীর পক্ষে
জনাব প্রবীর রঞ্জন হালদার
..... প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ১০.০৮.২০২৩ এবং ০৯.০৫.২০২৪
রায় প্রদানের তারিখ: ০৯.০৭.২০২৪

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেনঃ

বিবাদী নং ৩-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারী কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মতে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়। যা নিম্নরূপঃ

"Records of the case be called for.
Let a Rule be issued calling upon the opposite party No. 1 to show cause as to why the judgment and decree dated 28.09.2011 (decree being drawn on 28.09.2011) passed by the learned Joint District Judge, 2nd Court, Pirojpur in Title Appeal No. 68 of 2006 dismissing the appeal and affirming the judgment and decree dated 15.08.2006 (decree being drawn on 22.08.2006) passed by the learned Assistant Judge, Nazirpur, Pirojpur in Title Suit No. 29 of 2003 decreeing the

suit shall not set aside and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper."

বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণের আরজির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানাধীন গ্রামে দক্ষিণ দিঘীরজান রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাদী ১৯৮৮ সালে উক্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে অর্পিত দায়িত্ব যথারীতি পালন করতে থাকেন এবং ২০০২ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বেতন ভাতাদি উত্তোলন করেন। উল্লিখিত বিদ্যালয়ে বাদী প্রধান শিক্ষক হিসেবে ও মিরা রানী মল্লিক, পরিতোষ চন্দ্র মণ্ডল, অরুন চন্দ্র ঘরামী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। পূর্ববর্তী কমিটির মেয়াদ শেষ হলে বকুলবালা গাইনসহ অন্যান্যদের সমন্বয়ে নতুন কমিটি গঠিত হয়ে ০৪/০৯/২০০০ ইং তারিখে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করেন। পূর্ববর্তী কমিটির সভাপতি যতিন্দ্র নাথ মণ্ডল কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত হতে না পেরে ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং ৩নং বিবাদী লীলাবতীকে অবৈধভাবে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কিন্তু ৪নং শিক্ষকের পদ পূর্ণ না থাকায় লীলাবতী ও যতিন্দ্র নাথ মণ্ডল ষড়যন্ত্র করে ৪র্থ শিক্ষক অরুন কুমার ঘরামীর বিরুদ্ধে ২১-১০-২০০০ ইং তারিখে একটি মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করেন এবং বে-আইনীভাবে ৪র্থ শিক্ষক অরুন কুমার ঘরামীকে অপসারণের সুপারিশপূর্বক ম্যানেজিং কমিটিকে অবহিত করেন। কিন্তু ১৪/০২/২০০১ ইং তারিখের ৩নং সভায় বিতর্কিত শিক্ষক অরুন কুমার ঘরামীকে বরখাস্ত না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে শিক্ষক কমিটির সদস্যবৃন্দ ক্ষুব্ধ হয়ে ২২/০৩/২০০১ ইং তারিখে তর্কিত বিদ্যমান ম্যানেজিং কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১২/০৫/২০০২ ইং তারিখে ১নং ও ২নং বিবাদীর সমন্বয়ে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এডহক কমিটি গ্রহণ করা হয়। ইতোপূর্বে পরিচালনা কমিটি বে-আইনীভাবে ভেঙ্গে দিলে বকুল বালা গাইন দেওয়ানী ২১/২০০১ নং মোকদ্দমা আনয়ন করেন যা বিচারাধীন রয়েছে। নবগঠিত এডহক কমিটি বা বকুলবালার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কখনই অরুন কুমার ঘরামীকে বরখাস্ত করেন নাই। ইতোমধ্যে যতিন্দ্র নাথ ও ৩নং বিবাদী লালীবতী বেপারী ষড়যন্ত্র করে কতিপয় দৃষ্কৃতকারী সন্ত্রাসী লোকের সহায়তায় বিগত ১৪/১১/২০০২ ইং তারিখে বাদীকে বে-আইনীভাবে আটক রেখে বাদীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েকটি অলিখিত সাদা কাগজে ও স্ট্যাম্পে বাদীর জোরপূর্বক স্বাক্ষর নেয়। বাদী তার

বিরুদ্ধে পিরোজপুর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সি.আর. ৮৯১/২০০২ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন, যা বিচারাধীন আছে। ১নং বিবাদী পরস্পর যোগসাজসে উক্ত কাগজ দ্বারা বাদীর নামকরণে পদাবনতির দরখাস্ত দর্শাইয়া চক্রান্তমূলকভাবে রেজুলেশন দর্শাইয়া বাদীকে পদাবনতি করে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য দেখিয়ে ৩নং বিবাদীকে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। বাদী কখনই পদাবনতির দরখাস্ত করেন নাই। তাছাড়া অরুন কুমার ঘরামীর পদ কখনও শূন্যও হয় নাই। এমতাবস্থায়, ৩নং বিবাদীকে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণ দিঘীরজান রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান এডহক কমিটির শিক্ষক নিয়োগ বা বরখাস্তের কোন ক্ষমতা নাই। বাদীর বিরুদ্ধে বিবাদীপক্ষ যোগসাজসে ২৪/০৫/২০০১ইং তারিখ পদাবনতির দর্শাইলেও বিদ্যালয়ের দাখিলকৃত এপ্রিল, মে ও জুন, ২০০২ তারিখের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বাদীকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বাদী কখনই ৪র্থ শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ হয় নাই। বাদী তর্কিত বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও ১নং ও ২নং বিবাদী চক্রান্তমূলকভাবে ৪র্থ শিক্ষক হিসেবে সই করতে বলায় এবং বাদী তা করতে অস্বীকার করায় তার বেতন ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে এবং বাদীকে দায়িত্ব পালনে অহেতুক বাধাঁ বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। সর্বশেষ বিগত ২৪/০১/২০০৩ ইং তারিখে ১নং ও ২নং বিবাদী ৪র্থ শিক্ষক হিসেবে বাদী স্বাক্ষর না করলে তাকে বরখাস্ত করা হবে মর্মে হুমকি প্রদর্শন করেন। ফলে বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা দায়ের করে দক্ষিণ দিঘীরজান রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে বহাল আছেন মর্মে ঘোষণামূলক ডিক্রীর প্রার্থনা করেন এবং সে সমর্থনে বেতন ভাতাদি পেতে পারেন মর্মে আদেশত্বক নিষেধাজ্ঞাসহ ৩নং বিবাদী বিধি বর্হিভূতভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে উল্লেখে তার নিয়োগ বাতিলের প্রার্থনা করেন।

অপর দিকে, মূল মোকদ্দমায় ১নং ও ২নং বিবাদীপক্ষ পৃথক পৃথক দুই সেট লিখিত বর্ণনা দাখিলপূর্বক অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উভয় বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এক ও অভিন্ন। বিবাদীপক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, দক্ষিণ দিঘীরজান রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে বাদী দায়িত্ব পালনকালে প্রশাসনিক অক্ষমতা এবং শারিরীক ও সাংসারিক অসুবিধার কারনে বিগত ২৫/০৫/২০০১ ইং তারিখে দরখাস্ত দাখিল করে প্রধান শিক্ষকের পদ হতে অবনয়নকরতঃ সহকারী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে ২৭/০৫/২০০১ ইং তারিখের

১নং সভায় বাদীর উপস্থিতিতে দায়িত্ব পদাবনতির দরখাস্ত গৃহীত হয় এবং বাদী নতুন প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। ২৭/০৫/২০০১ ইং তারিখের রেজুলেশনে বাদীর স্বাক্ষর রয়েছে। ঐ তারিখে বাদীর স্বার্থে ৪র্থ শিক্ষককে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর, বাদী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে ৩নং বিবাদী দরখাস্ত করেন এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ০৫/১০/২০০২ ইং তারিখের ১০/২০০২ নং সভায় ৩নং বিবাদীকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে অনুমোদন প্রদান করা হয় ও ৩১/১২/২০০১ ইং তারিখ হতে ৩নং বিবাদী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছে। ৩নং বিবাদীর নিয়োগ ও যোগদান বিষয়ে বাদী কখনো আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। বাদী অত্র স্কুলে ৪র্থ শিক্ষক হিসেবে যোগদান এর জন্য পত্র প্রদান করেন এবং বাদী যোগদানকরতঃ ৩নং বিবাদীকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে গণ্য করে তার অধীনে ৪র্থ শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। প্রশাসনিক কারণে ৩নং বিবাদী প্রধান শিক্ষক হিসেবে বাদীকে অনুপস্থিতির কারণে Show cause করলে বাদী ক্ষিপ্ত হয়ে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়ন করেন। এই বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের মোকদ্দমাটি মিথ্যা ও হয়রানীকর উল্লেখে খরচাসহ খারিজের প্রার্থনা করেন।

বাদী ও বিবাদীর আরজি ও জবাব পর্যালোচনা করে বিজ্ঞ বিচারক নিম্নবর্ণিত বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেন:

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান ও প্রকারে চলতে পারে কি?

(২) বাদী নালিশী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে স্বীয় পদে বহাল আছে কি?

(৩) বাদী প্রধান শিক্ষক হিসেবে বেতন ভাতাদি পেতে পারে কি?

(৪) নালিশী বিদ্যালয়ের ৪র্থ শিক্ষকের পদ আইনানুগভাবে শূন্য হয় কি?

(৫) নালিশী বিদ্যালয়ে ৩নং বিবাদীর নিয়োগ বে-আইনী ও বিধি বর্হিভুত গণ্যে বাতিলযোগ্য কি?

(৬) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে বা অন্য কোন প্রতিকার পেতে পারে কি?

অতঃপর, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ বাদীর প্রার্থীতমতে মূল মোকদ্দমায় ডিক্রি প্রদান করেন। বিচারিক আদালতের উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে বিবাদী বিজ্ঞ জেলা জজ, পিরোজপুর সমীপে দেওয়ানী আপীল নং ৬৮/২০০৬ দায়ের করেন। অতঃপর, বিজ্ঞ জেলা জজ আপীলটি গ্রহণকরতঃ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনপূর্বক উহা নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা, ২য় আদালত, পিরোজপুর বরাবর প্রেরণ করেন। আপীল আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ আপীলটি না-মঞ্জুর করেন এবং বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রি বহাল রাখেন। অতঃপর, দরখাস্তকারী দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারার দাখিলী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বর্ণিত রুল জারী করা হয়।

জনাব আফিফা বেগম প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ আইন ও সত্যিকার দৃষ্টিকার কোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ না অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বাদীর মোকদ্দমায় ডিক্রি প্রদান করেছেন, যা দৃশতঃ বেআইনী হওয়া সত্ত্বেও আপীল আদালত স্বাতন্ত্রিকভাবে সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ না করতঃ বিচারিক আদালতের সাথে সহমত পোষণ করেছেন, যা দৃশ্যতঃ বেআইনী বিধায় আইনতঃ রক্ষণীয় নয়। তিনি আরো নিবেদন করেন যে,বাদী স্বেচ্ছায় তার চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। জোর করে প্রার্থী এবং যতিন্দ্র নাথ মণ্ডল যোগসাজসে সাদা কাগজে বাদীর স্বাক্ষর গ্রহণ করেছেন বাদীর এই দাবী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বিচারিক আদালত বাদীর মোকদ্দমাটি খারিজ করা উচিত ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দূর্ভাগ্যের বিষয় যে, বিচারিক আদালত by gratuitous finding অভিমত পোষণ করেন যে, বাদী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেননি এবং আপীল আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য স্বাধীন ও স্বাতন্ত্রিকভাবে আইনের সত্যিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আপীলটি নামঞ্জুর করেছেন, যা দৃশ্যতঃ বেআইনী বিধায় রদ ও রহিতযোগ্য।

তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বাদী তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২৫/০৫/২০০১ ইং তারিখে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ করেন যে, তাকে যেন প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে পদাবনতি করা হয় এবং সঙ্গত কারণে, কমিটি তাকে সহকারী শিক্ষক

হিসেবে পদাবনতি করলে তিনি ২৭/০৫/২০১১ ইং তারিখে কমিটি উহা গ্রহণকরতঃ বাদীকে ২৮/০৫/২০১১ ইং তারিখে জানিয়ে দেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, উভয় আাদালতের সাক্ষ্য, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন আইনসঙ্গত হয়নি। ফলে, ন্যায় বিচার লঙ্ঘিত হয়েছে বিধায় বর্ণিত রুলটি চূড়ান্তকরণযোগ্য। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বাদীপক্ষ তার দাবী প্রমাণ করতে আইনতঃ ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও বিচারিক আদালত বাদীর মোকদ্দমায় ডিক্রি প্রদান করেছেন এবং আপীল আদালত সুনির্দিষ্ট অভিমত পোষণ না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রি অনুসরণকরতঃ আইনের দৃষ্টিতে গুরুতর ভুল করেছেন। সঙ্গত কারণে, তর্কিত রায় ও ডিক্রি আইনতঃ রক্ষণীয় নয় বিধায় উহা রদ ও রহিতযোগ্য। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বাদীপক্ষ প্রধান শিক্ষক হওয়ার যোগ্য নয় বিধায় তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। ফলে, বাদী আইনসঙ্গতভাবে কোন প্রতিকার পেতে পারে না বিধায় তর্কিত রায় ও ডিক্রি রদ ও রহিতক্রমে রুলটি চূড়ান্তকরণযোগ্য।

জনাব প্রবীর রঞ্জন হালদার প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ অভিমত পোষণ করেন যে, বাদী স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র দাখিল করেননি বরং তাকে জোর করে এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সাদা কাগজে দস্তখত নিয়ে পরবর্তীতে উহা পদত্যাগপত্র হিসেবে তৈরিকরতঃ বাদীর চাকরির অবসান ঘটানো হয়। ফলে বাদীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। সঙ্গত কারণে, বিচারিক আদালত উক্ত মোকদ্দমার ঘটনা, প্রেক্ষাপট আইন ও তথ্যের সত্যিকার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিচার বিশ্লেষণকরতঃ আইনসঙ্গতভাবে ডিক্রি প্রদান করেছেন এবং আপীল আদালত As a last court of fact উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ স্বাধীন ও নিমোর্হভাবে বিচার বিশ্লেষণকরতঃ বিচারিক আদালতের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। ফলে এতে হস্তক্ষেপ করার দৃশ্যমান কোন কারণ নাই। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, The concurrent findings of the Courts below do not suffer from misreading or non-reading of evidence or non-consideration of materials on record, therefore, it cannot be held that the findings of the Courts below are perverse, baseless and not bassed on evidence on record। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, অন্যায়ভাবে পদত্যাগপত্র প্রস্তুত করে বাদীকে চাকরিচ্যুতি

করার ফলে বাদীর জীবনে দূর্বিষহ অবস্থা নেমে আসে এবং তিনি বর্তমানে দূর্বিষহ জীবন-যাপন করছেন। ফলে, বর্ণিত রুলটি নিষ্ফলযোগ্য।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নিবেদনসমূহ শ্রবণ করিলাম, নথিতে রক্ষিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য ও তথ্যাদি আইনের সত্যিকার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা হলো।

এখন দেখতে হবে, তর্কিত রায় ও ডিক্রি আইনতঃ রক্ষণীয় কিনা?

বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাপূর্বক অভিমত পোষণ করেন যে, বাদীর মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষণীয়। বিচারিক আদালত আরো অভিমত বিচারিক আদালত আরো অভিমত পোষণ করেন যে, নালিশী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে বেতন-ভাতাদি পেতে অধিকারী।

বিচারিকি আদালত তার রায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক অভিমত পোষণ করেন যে, বাদী স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র প্রদান করেন নাই এবং পদত্যাগপত্রে যে স্বাক্ষর এবং বাদীর স্বীকৃত বিভিন্ন স্বাক্ষর যা প্রধান শিক্ষক হিসেবে প্রতিনিয়ত স্বাক্ষর করতেন তার সাথে মিল নাই। সঙ্গত কারণে, বিচারিক আদালত যথার্থভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তর্কিত পদত্যাগপত্র সৃজিত বিধায় উহার অনুবলে বাদীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কোন সুযোগ নাই। বিচারিক আদালত আরো অভিমত পোষণ করেন যে, তিনি এখনো চাকরিতে বহাল আছেন বলে গণ্য হবে। বিবাদী দাবী করেন যে, বাদী প্রদীপ কুমার বড়াল ২৭/০৫/২০০১ ইং তারিখের পর প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি। বাদীপক্ষের দাখিলী সাব-ক্লাস্টারছক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৩ সিরিজ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে ইহা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে বাদী ২৭/০৫/২০০১ ইং তারিখের পরেও প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তার প্রদত্ত স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে উল্লিখিত রয়েছে। আপীল আদালত As a last court of fact উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ অভিমত পোষণ করেন যে, বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রি আইনসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে আপীল আদালতের রায়ের সংশ্লিষ্ট অংশ এখানে উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে করছি:

"বাদী পক্ষে আরজি সমর্থনে পি.ডব্লিউ-১ প্রদীপ কুমার সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাহাকে সমর্থন করিয়া পি.ডব্লিউ-২ বকুল বালা গাইন যিনি এডহক কমিটির পূর্ববর্তী কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি বাদী পক্ষে সাক্ষী প্রদান করেন। বিবাদী পক্ষের দাখিলী রেজুলেশন বহিতে দেখা যায় যে, তর্কিত এডহক কমিটির পূর্বে বকুল বালা গাইন এর নেতৃত্বে নিয়মিত কমিটি ছিল। বিবাদী পক্ষের দাখিলী রেজুলেশন বহি ও পি.ডব্লিউ-২ এর সাক্ষ্য দ্বারা অরুন কুমারকে বরখাস্তসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে তর্কিত স্কুলে বিরোধের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তাহাছাড়া প্রধান শিক্ষক পদ হইতে পদাবনয়ন এর দাবী অসম্ভব না হইলেও অস্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে ডি.ডব্লিউ-১ লীলা বতি বেপারী তাহার জেরায় বলেন " বাদী আমাকে বলেছে যে, আমি পদাবয়নের দরখাস্ত দেবো। পরে বলে দিয়াছি। পদাবয়নের দরখাস্ত শিক্ষক কমিটি দ্বারা অনুমোদন হইয়াছে কিনা আমি জানি না।" ডি.ডব্লিউ-১ জেরায় এই বক্তব্য দেখা যায় যে, বাদী প্রধান শিক্ষক ডি.ডব্লিউ-১ এর নিকট পদাবনয়নের দরখাস্ত প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। যাহা অস্বাভাবিক। তাহাছাড়া উক্ত পদাবনয়নের দরখাস্তের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। ডি.ডব্লিউ-১ তাহার জেরার একপর্যায়ে আরও বলেন যে, ২০০২ সালের অক্টোবরে মাসে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদীপ কুমার পাঠিয়েছে অর্থাৎ ২০০২ সালে অক্টোবর মাসে বাদী প্রদীপ কুমার প্রধান শিক্ষক হিসেবে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। ফলে কোনভাবেই বলার সুযোগ নাই যে, ২৭-০৫-২০০১ তারিখে প্রদীপ কুমার পদাবনয়ন করিয়া সহকারী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। পি.ডব্লিউ-২ মিরা রানী মল্লিক তাহার জেরায় বলেন যে, তিনি স্কুলের একজন শিক্ষক। ২৪-০৫-২০০১ তারিখে এডহক গঠন করা হয়। ঐ কমিটির পূর্বের কমিটিতে বকুল বালা সভাপতি ছিলেন। বাদীকে কবে ৪র্থ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়াছেন, তা তিনি বলিতে পারিবেন না। ডি.ডব্লিউ-২ মিরা রানী মল্লিক ঐ স্কুলের একজন শিক্ষক। বাদীকে ৪র্থ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হইলে তিনি অবশ্যই জানিতেন। বরং বাদী পক্ষের দাখিলী সাব-ক্লাষ্টার প্রতিবেদনে মিরা রানী মল্লিকের শিক্ষক হিসেবে স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই স্বাক্ষর ২৪-১০-২০০২ তারিখ এর পরে দেখা যায় এবং এই রূপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির বিষয়টি ৩নং বিবাদী লিলাবতি বেপারী তাহার জেরায় স্বীকার করেন। ফলে নালিশী

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাদী প্রদীপ কুমার অদ্যবধি প্রদান শিক্ষক হিসেবে বহাল রহিয়াছে মর্মে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। যেহেতু বাদী প্রদীপ কুমার বড়ালকে বিধি মোতাবেক পদাবনয়ন করা হইয়াছে, তা প্রমাণিত হয় নাই এবং তর্কিত পদাবনয়নের সিদ্ধান্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। এই রূপ প্রেক্ষাপটে প্রদীপ কুমার বড়াল এর পদ শূন্য দেখাইয়া ৩নং বিবাদী লীলাবতি বেপারী বা কাহারো প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ এর সুযোগ ছিল না।"

১১৫ ধারায় রিভিশন আদালত বিচারিক আদালতের ডিক্রি বা আদেশ সংশোধন করতে পারবে বা যেরূপ আদেশ প্রয়োজন সেরূপ আদেশ দিতে পারবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ঐরূপ আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় বিবেচনা করতে হবে তার কোন উল্লেখ ঐ ধারায় নেই। উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে ঐ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা হয়েছে। যেমন-

(ক) কোন আইনগত ভুলের কারণে ন্যায় বিচার ব্যর্থ বা ব্যহত হলে;

(খ) আইনসঙ্গত পদ্ধতি অনুসরণ করা না হলে;

(গ) আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বহির্ভূত কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করা হলে বা যেরূপ ক্ষমতা আইন প্রদান করেনি তা প্রয়োগ করা হলে অথবা যে ক্ষমতা আইন অর্পণ করেছে তা প্রয়োগ করতে অস্বীকৃত জানানো হলে। অথবা বেআইনিভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হলে;

(ঘ) বিচার করার সময় ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে বা গুরুতর কোন বেআইনি কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে; এবং

(ঙ) সাক্ষ্য প্রমাণ সঠিকভাবে মূল্যয়ন করা না হলে বা গুরুত্বপূর্ণ আইনসঙ্গত সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করা না হলে বা অগ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করা হলে, চিহ্নিত দলিলসমূহের সঠিক মূল্যায়ন করা না হলে কিংবা সিদ্ধান্তটি সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রদান করা না হলে এবং বিচারক আদালত ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ন্যায় বিচার করতে ব্যর্থ হলে বা উক্তরূপ সিদ্ধান্তের ফলে ন্যয় বিচার ব্যহত হলে।"

উভয়পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ এবং মূল মোকদ্দমার নথিতে রক্ষিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে অভিমত পোষণ করছি যে, উভয় আদালতের যৌথ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে কোন perverse বা বিকৃত কোন অভিমত সন্নিবেশিত

হয় না। ফলে উভয় আদালতের যৌথ সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার কোন দৃশ্যমান কারণ পরিলক্ষিত হয় না বিধায় রুলটি নিষ্ফলযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, বর্ণিত রুলটি বিনা খরচায় discharged করা হলো। অত্রাদালত কর্তৃক জারীকৃত ইতোপূর্বেকার স্থগিতাদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

অত্র রায়ের কপি LCR সহ নিম্ন আদালতে অতিসত্বর প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন

নাছের
পি.ও